জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ১০ • ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

জর্জ টেলিগ্রাফে এসে স্মৃতিমেদুর অয়ন, ‘সাফল্যের খিদে থাকতে হবে’, শিক্ষার্থীদের পরামর্শ প্রাক্তনীর

AYAN ROY
Branch Service Manager, Walton Electronics Ltd.

স্মৃতির সরণিতে ভাসছিলেন অয়ন রায়। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন বাদে এসে আবেগবিহ্বল এই প্রাক্তনী। একবার ফ্রন্ট অফিসে এসেই পরক্ষণেই ছুটে চলে গেলেন পিছনের ক্লাস রুমে। শীতের পড়ন্ত দুপুরে এসে অয়ন প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছিলেন নিজের অতীতকে। ক্লাস রুমের প্রতিটি ডেস্কে যেন নিজের সেই ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

২০১৪-১৬ এই তিনটি বছরে জর্জ টেলিগ্রাফে ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পড়াশুনো করেছেন তিনি। কোর্স করেই ঘরে আর বসে থাকেননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য পরিবহন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক টেকনিক্যাল কর্মী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। জীবনবোধই অয়নকে লড়াই শিখিয়েছে। তিনি নিজে সেটি অনুভবও করেন। জর্জ টেলিগ্রাফের শিক্ষকদের থেকে যা শিখেছেন, সেটাই তাঁর বর্তমান জীবনের পাথেয়। তাই কলেজে দীর্ঘদিন পরে এসে স্মৃতির সাগরে ডুব দিচ্ছিলেন। বারবার বলছিলেন, “ওই জীবনটা আমি বড় মিস করি। কলেজের এই পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকদের আন্তরিক ব্যবহার আমাকে কর্মজীবনে দিশা দেখিয়েছে।”

রাজ্য পরিবহন দপ্তরের অস্থায়ী পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে ৩৩ বছরের অয়ন যোগ দেন ওয়ালটন ইলেকট্রনিক কোম্পানিতে। এই সংস্থারই মার্কেটিং পার্টনার হল সুস্মিতা ইলেকট্রনিকস। তারা পার্টনারশিপে কাজ করে। কোম্পানির শাখা প্রবন্ধক হিসেবে কাজ করছেন তিনি। যিনি একসময় ব্যাঙ্কিং সেক্টরের লোভনীয় বেতনের কাজ ছেড়ে ফের ভালবাসার পেশায় চলে এসেছেন।

সেই প্রসঙ্গে নদীয়া শিমুরালির বাসিন্দা জানিয়েছেন, “সত্যিই আমি সেইসময় ভুল করেছিলাম। কারণ মোটা বেতনের জন্য ইলেকট্রিক্যাল পেশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাই আবারও নিজের পছন্দের কাজে যোগ দিয়েছি। সেই মূল্যবোধ থেকেই অয়ন শিখেছেন, যে পেশায় যে ব্যক্তি বেশি স্বচ্ছন্দ, সেই পেশা থেকে সরে আসা উচিত নয়। তুমি ভাল গাড়ি চালাতে জান, সেটা নিয়ে তোমার অগাধ পড়াশুনো রয়েছে। তারপরেও তুমি যদি ঘরে বসে ট্রানজিস্টর বানাও, সেটি তোমার দক্ষতার প্রতি অবিচার হবে।”

জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে কোর্স শেষ করার পরে একবিন্দু বসে থাকেননি অয়ন। ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ যেমন করেছেন, তেমনি সার্ভিস কলেও গিয়েছেন। তিনি মনে করেন, অনবরত কাজ করতে থাকলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। সেটি নিজের কর্মজীবনের জন্যও ভাল। জর্জের এই প্রাক্তনীর তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ, “নিজেকে সবসময় ফোকাস থাকতে হবে, লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। থাকতে হবে সাফল্যের খিদেও।”